সেফটি পিন আটকালেন চপ্পলে

মুখ্যমন্ত্রী চালিয়ে গেলেন বক্তৃতা

মায়া চট্টোপাধ্যায়, ঝাড়গ্রাম ঃ শুক্রবার দুপুরে ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর বিধানসভার অন্তর্গত গজাশিমুলে জনসভা করেন মুখ্যমন্ত্রী । ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কালিপদ সোরেনের সমর্থনে জনসভা করেন তিনি। সেখানেই সভার মাঝে হাওয়াই চটি ছিঁড়ে যায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। নিজেই সেফটি পিন দিয়ে সেলাই করলেন জুতো।একসময় বোমা-গুলি বারুদের গন্ধে ভারী হয়ে থাকত জঙ্গলমহলের বাতাস। দিনে রাতে পড়ত লাশ। অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল লালগড়-সহ সমগ্র জঙ্গলমহল। পালা বদলের বাংলায় সেই জঙ্গলমহলে শান্তি ফিরেছে।শুক্রবার ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুরের গজাশিমূল ময়দানে তৃণমূল প্রার্থী কালীপদ সরেনের সমর্থনে নির্বাচনী সভা থেকে সেই প্রসঙ্গ টেনে এনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "একসময় যারা সিপিএমের হার্মাদ ছিল, তারাই এখন বিজেপি। জঙ্গলমহলে ওদের ঢুকতে দেবেন না। ওরা এলে আবার মা-বোনেদের কাঁদাবে। আবার গুলি ছুটবে। সব কিছু অশান্ত করে দেবে।"মনে করিয়েছেন, "মনে আছে জঙ্গলমহলের গল্প, পিঁপড়ের ঝোল খেয়ে মানুষ বেঁচে থাকত। আমি গিয়েছিলাম বেলপাহাড়ির জো গ্রামে। লুকিয়ে একটা স্কুটারে করে গিয়ে দেখেছিলাম, মানুষ কত কষ্টে জীবন নির্বাহ করেন। মমতা বলেন, "সেটা ২০০৮ সাল। বাম জমানা। তখন ভয়ে কেউ জঙ্গলমহলে আসত না, তখন কিন্তু আমি এসেছি। ছত্রধর মাহাতোর হাত ধরে আমি প্রথম জঙ্গলমহলে ঢুকছিলাম। পিড়াকাটা, ভাদুতলায় আমাকে বহুবার আটকানো হয়েছে। তবু আমি থামিনি। কৈফিয়তের সুরে মমতা এও বলেন, "তাই অন্য অনেকের থেকে জঙ্গলমহল আমি অনেক ভাল বুঝি। তাই সরকার গড়ার পর প্রথম মিটিংটাও এই জঙ্গলমহলে করেছিলাম। ওই মঞ্চ থেকেই মাওবাদীদের অস্ত্র ছেড়ে সমাজের মূলস্রোতে ফেরার আহ্বান জানিয়েছিলাম।"ঝাড়গ্রামে এবারে যিনি বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন তিনি পেশায় সরকারি চিকিৎসক। চাইলে প্রশাসনিক ক্ষমতা বলে তাঁর ছাড়পত্র আটকে দিতে পারতেন, একথা জানিয়ে মমতা বলেন, "সেটা করিনি। কারণ, যার বেশি লোভ সে টাকা করে আসুক।" মঞ্চে তাঁর বক্তৃতা শেষের পর একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় প্রতিটি সভাতেই। বক্তব্য শেষের পর তিনি লক্ষ্য করেন, তাঁর পায়ের চটি ছিঁড়ে গিয়েছে। মঞ্চ থেকেই অন্যান্য সহকর্মীদের তিনি বলেন, 'এবার খালি পায়ে যাব নাকি? একটা সেফটি পিন জোগাড় করো।' মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বে থাকা নিরাপত্তারক্ষীরা প্রথমে তোড়জোড় শুরু করেন নতুন জুতো আনার। কিন্তু সেটাতেও সময় লাগবে।এরপর তিনি নিজেই বলেন, 'ইন্দ্রনীল তুমি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু করো। আমি জুতোতে সেফটি পিন লাগিয়ে নিচ্ছি। আসলে ওর দোষ কিছু নেই। জুতোর যা আয়ু তার থেকে বেশি হেঁটে ফেলেছি।' এরপর তাঁকে মঞ্চতেই দেখা যায় নিজের জুতো খুলে সেফটি পিন লাগিয়ে নিতে। মঞ্চের মাঝেই চেয়ারে বসে জুতো ঠিক করে নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দেন তিনি।এদিনের সভায় হাজির ছিলেন মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা। তিনি বলেন, 'হঠাৎ করেই দেখলাম, ওঁর চটি ছিঁড়ে গিয়েছে। তারপর উনি নিজেই সেফটি পিন দিয়ে সেটা সেলাই করে নিলেন। আমরা গর্বিত, যে ওঁর মতো মানুষের সৈনিক হতে পেরেছি। আমি অনেক মন্ত্রী, নেতাদের দেখেছি, আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর মতো মানুষ আর হয় না।' উনি অতি সাধারণ একজন মানুষ, সাধারণ মানুষের মতোই চালচলন তাঁর, আজকের ঘটনাতেই সেটা প্রমাণ পেল আরেকবার, বলে জানান বীরবাহা ।

ছবি ঃ সোস্যাল মিডিয়া

নর্থ সুবার্বণ স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশনের সান্ধ্যকালীন রক্তদান উৎসব

স্বপ্না রায়, বাগুইআটি ঃ দেশবন্ধুনগরের, পুরানো ক্লাব এবং এলাকায় প্রথম রক্তদান অনুষ্ঠান সংগঠিত করার অন্যতম সংগঠন নর্থ সুবার্বণ স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশন । গত ১৮ই মে ২০২৪ তাদের সান্ধ্যকালীন রক্তদান উৎসব অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে পালন করল। এদিনের রক্তদান অনুষ্ঠানে মোট ৮৮ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন। রক্ত নেবার পাউচ কম থাকায় ২৭ জন রক্তদাতা রক্ত দিতে এসেও রক্ত না দিতে পেরে ফিরে যান ।
এদিনের রক্তদান অনুষ্ঠানে নীল রতন সরকার মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে পাঠানো একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ভ্রাম্যমান রক্ত সংগ্রহের গাড়িতে হাসপাতালের ডাক্তারবাবু এবং অন্যান্য সহযোগী স্টাফদের আন্তরিক সহযোগিতায় রক্ত সংগ্রহের কাজ চলে।
এদিনের অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যাক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ১০ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার প্রণয় কুমার রায় ও এলাকার বিশিষ্ট ডাক্তার অভিজিৎ দাশগুপ্ত। ছিলেন, দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য (প্রাক্তন এ ডি এম) এবং মদন গাঙ্গুলি সহ এলাকার অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। উপস্থিত সকলে এই রক্তদান অনুষ্ঠানকে উৎসাহিত করেন এবং আগামীদিনে এই ধরনের যে কোন সামাজিক কর্মকাণ্ডে সংগঠনের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। এদিনের অনুষ্ঠানে রক্তদাতাদের মধ্যে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রাজ্যের বিভিন্ন স্টলে 'প্রথম সন্দেশ' পত্রিকা পাওয়া যাচ্ছে।

ইচ্ছুক ব্যক্তিরা রাজনৈতিক খবর এই পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠাতে পারেন এই হোয়াটস আপ নম্বরে ঃ ৯৮৩৬৭৬৫১৪৮

'প্রথম সন্দেশ' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের জন্য নিচের নম্বরে যোগাযোগ করুন ঃ ৯৮৩৬৭৬৫১৪৮

গুরুজীর জন্মদিন পালনে "উমার স্বপ্ন" অর্গানাইজেশন এর ক্ষুদেরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোলকাতা: গত তের মে কোলকাতার উপকণ্ঠে পালিত হল শ্রী শ্রী রবিশংকর জী ওঁর জন্মদিন পালন উৎসব। ৭ নম্বর দুর্গা চরণ মিত্র স্ট্রিট এর সেদিনের বিকেল ছিল কচি - কাঁচাদের মিলন ক্ষেত্র। বিগত দু বছর " উমার স্বপ্ন" সংগঠন চার থেকে চোদ্দ বছরের শিশুদের সন্ধের সময় শিক্ষা দানে ব্রতী হয়। বর্তমানে প্রায় চল্লিশ জন শিশু পড়াশোনা শেখার সুযোগ পায় সংগঠনের শিক্ষকদের থেকে। একেবারে বর্ণপরিচয় থেকে শুরু করে হায়ার সেকেন্ডারির পাঠ্য সূচি মেনে তাদের শিক্ষা দেওয়া হয়। এই কর্মকান্ডের মূল উদ্যোক্তা সম্পাদক শ্রীমতি নমিতা ভট্টাচার্য্য। সেদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের প্রেসিডেন্ট বুলবুলি বাসু, রতন ঘোষ, স্বাগুনা মুখার্জী, ডাক্তার উজ্জ্বল মুখার্জী, জয়দীপ মুখার্জী, সোমা দত্ত, গীতশ্রী মুখার্জী সহ সংগঠনের কর্মীবৃন্দ। তীব্র দাবদাহে সেদিনের অনুষ্ঠানটি ছিল একমুঠো ঠান্ডা বাতাসের মত। শিশুদের অমলিন হাসি, তাদের আন্তরিক আতিথেয়তা নির্দিষ্ট দিনের গভীরতাকে অনেকখানি শক্তিশালী করে তুলেছিল একথা বলাই বাহুল্য। আজকের চারাগাছ আগামীদিনে মহীরুহ হওয়ার সম্ভবনা বেশ প্রবল।

Printed, Published and **owned** by Haimanti Roy Thakur, 96, Purba Sinthi by Lane, Kolkata - 700 030
Printed by Rajib Roy, Sinthi More, Kol - 700 050. **Editor : Haimanti Roy Thakur,** Phone : 9836765148, 9830495701& Email : haaimaanti@gmail.com **Sub-Editor : Ajoy Roy**

IMPRESSION
For
Printing Solution
with Full Satisfaction
Mob : 8240097022

দেশ ও প্রবাসের রাজনৈতিক খবর বিশ্লেষণের একমাত্র প্লাটফর্ম

প্রথম সন্দেশ

Monthly Newspaper : Vol-1। Issue - 6। May 16-31, 2024। Tittle code : WBBEN16094। Declaration No. : 10/SDO-BKP/ 2023 Dt. 24.11.2023। Price : 5/-

MONALI SHOE MART
Wholesale & Retailer
Shoes & Chappals
Karimpur
Nadia

তারকেশ্বর-বিষ্ণুপুর রেলপ্রকল্পের শিলান্যাস করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি : পশ্চিমবঙ্গের যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি করেছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দেশের নানা স্থানের সঙ্গে বাংলাকে জুড়েছেন রেলপথে। যাত্রী সুবিধা শুধু নয়, পর্যটন এই ক্ষেত্রেও প্রভূত উন্নতি হয়েছে রেল যোগাযোগ বিস্তৃত হওয়ায়। 2001 সালে বিষ্ণুপুর - তারকেশ্বর ৮৭ কিলোমিটার এই রেল প্রকল্পটি প্রাথমিক অনুমোদন পেলেও জমি জটের কারণে থমকে ছিলো। বর্তমানে সেই জট অনেকটাই শিথিল হয়েছে বলে সূত্রের খবর। কেবলমাত্র তীর্থযাত্রা নয়, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে এবং পূর্ব রেলের মধ্যে পণ্য পরিবহনের বিকল্প রুট হিসেবে কাজ করবে। আশাকরা যাচ্ছে ২০২৫ সাল নাগাদ প্রকল্প সমাপ্ত হতে পারে বলে আশা করা যাচ্ছে। প্রকল্প

শেষ হোকে বাংলা সহ ওই অঞ্চলের মানুষের আশা পূর্ণ হবে বলে মনে করা হচ্ছে। মা সারদা দেবী এবং শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণদেবের জন্মস্থানের মধ্যে সহজেই যোগাযোগ স্থাপন হবে। কম খরচে কামারপুকুর, জয়রামবাটি, বিষ্ণুপুরের মদনমোহন দর্শন করতে পারবেন অগণিত ভক্ত। এখন অপেক্ষা, কবে গড়ায় রেলের চাকা ।

উচ্চমাধ্যমিকে ৯৫.৮ % নম্বর হাসনাবাদের রুবিনার

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাসনাবাদ : উত্তর ২৪ পরগনার হাসনাবাদের বরুন হাট হাই স্কুলের ছাত্রী রুবিনা খাতুন। ২০ ২৪ এর উচ্চমাধ্যমিকে ৪৭৯ নম্বর পেয়ে দরিদ্র শ্রমিক দম্পতির মেয়ে নজির গড়েছে বাংলার বুকে। রুবিনা পড়াশোনায় বরাবর ভালো। এই বছর তার স্কুলের সে সর্বোচ্চ নম্বরের অধিকারী।রুবিনার বাবা রব্বানী সর্দার রিকশাভ্যান চালায় উপার্জনের জন্য। রুবানির মা শাকিলা বিবি বিড়ি শ্রমিক। সংসারের অভাব, অনটন সব কিছুই সহ্য করতে হয়েছে ছোটবেলা থেকে। অদম্য ইচ্ছা আর মনের জোর তাকে দমিয়ে রাখতে দেয়নি। মেয়েকে উচ্চশিক্ষিত করার স্বপ্ন দেখেছেন আটচালার ঘরে বসবাস করে। বাবা মা এর ইচ্ছাপূরণ আর রুবিনার অদম্য চেষ্টা আজ তাকে সফলতা দিয়েছে। স্কুলের শিক্ষকদের থেকে পড়াশোনার সাহায্য পেয়েছে বলে জানায় সে। আগামী দিনে রুবিনা শিক্ষক হতে চায়। ভবিষ্যতে সেও এরকম দারিদ্রতার সঙ্গে লড়াই করা কোনো নারীকে পথ দেখাবে এটাই হয়তো মনিকোঠায় সুপ্ত বাসনা। রুবিনা খাতুন বাংলার গর্ব, আগামী দিনের ছাত্র ছাত্রীদের উদাহরন ও বলা যেতে পারে।

২০২৩-২০২৪ অর্থবর্ষে

কোলকাতার ডাক বিভাগ প্রথম স্থানে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোলকাতা : যোগাযোগ ভবনে চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহ স্মরণীয় হয়ে থাকলো বিশেষ মুহূর্তের।ডাক বিভাগের কোলকাতা রিজিয়ানে 2023 - 2024 অর্থবর্ষে চারটি বিভাগে প্রথম স্থান দখল করলো ।পার্সেল রেভিনিউ, পি এল আই প্রিমিয়াম কালেকশন, পি ও এস বি রেভিনিউ এবং নেট একাউন্ট এডিশন এই চারটি বিভাগে প্রথম স্থান ডাক বিভাগের কোলকাতা রিজিয়ানে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রী সঞ্জীব রঞ্জন(পোস্ট মাস্টার জেনারেল কোলকাতা রিজিয়ান) সহ অন্যান্য বিভাগীয় প্রধান।

ধাক্কাধাক্কির দিন শেষ

শিয়ালদহ থেকে চলবে ১২ বগির ট্রেন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোলকাতা: "দিন রাত বাদুর ঝোলা, আরে শরীরটাকে তো রাখতে হবে-" বেশ পুরোনো বিজ্ঞাপন। কিন্তু বাদুর ঝোলার দিন শেষ হতে চলেছে এমন ই খবর রেল সূত্রের। ভারতের অন্যতম রেল স্টেশন শিয়ালদা স্টেশন। এই স্টেশন থেকে লক্ষ লক্ষ যাত্রী নিত্য যাতায়াত করেন রুটি - রুজির জন্য। শিয়ালদা ডিভিশন এর মতো এত ভিড় সাধারণত দেখা যায় না। তবে এবার পরিস্থিতি পাল্টাতে চলেছে রেল।এতদিন লোকাল ট্রেন গুলি ছিল ৯ কামরার। কিন্তু প্লাটফর্মের সম্প্রসারণের ফলে শিয়ালদা ডিভিশন এ সমস্ত রুটে ১২ কামরার লোকাল ট্রেন চলোনোর সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে পূর্বরেল।একটি ট্রেনে ১২০০ জন যাত্রী স্বাভাবিক ভাবে দাঁড়িয়ে যাতায়াত করতে পারবেন।নিত্য যাত্রীদের জন্য এই ব্যবস্থা শীঘ্র আনতে চলেছে পূর্বরেল।

বছরে কোটি টাকার চাকরি, দুবাইতে আইনের পড়ুয়া শ্বাশ্বত

নিজস্ব সংবাদদাতা : পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসিন্দা ছিলেন শ্বাশ্বত। আইন নিয়ে পড়াশোনা করার পর কোলকাতার এডামাসের প্রশিক্ষন নেয় সে। শ্রী সমিত রায় এর ইনস্টিটিউশান তাকে সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দেয়। বর্তমানে সে বছরে এক কোটি টাকার উপার্জিত ব্যক্তি। বাংলার এই আইনের ছাত্র আজ বহুজাতিক সংস্থা ডি আই এফ এক্স এ গুরুত্বপূর্ণ পদে যোগ দেন শ্বাশ্বত কপাত। কয়েকমাস কাজ করার পর পদন্নতি হয় বাঙালি ছাত্রের। বর্তমানে বাবা মা কে নিয়ে প্রতিষ্ঠিত দুবাই এ।

সম্পাদকীয়

মাথা গরম, আবহাওয়া হার মানছে মাঝে মধ্যেই

এবছর এপ্রিলের শেষ থেকে তাপমাত্রার পারদ উর্ধমুখী। দক্ষিণ বঙ্গের মানুষ নাজেহাল। জলের সংকট কোলকাতা ছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায়। বিদ্যুৎ ঘাটতি না থাকলেও ম্যান- মেড পরিস্থিতিতে বার বার ট্রিপ করছে লোকাল ইলেকট্রিকাল কানেকশন। একের পর এক ফ্ল্যাট , জলাশয় বোজানো, গাছ কাটা সব নিয়ে প্রকৃতি বেসামাল। তারমধ্যে লোকসভা ইলেকশন। খুব স্বাভাবিক কারণে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে মানুষ মেজাজ হারাচ্ছেন। ধৈর্য রাখা যাচ্ছেনা। সব কিছু যেন টালমাটাল অবস্থা। তবু বাঁচতে হবে, কাজ করতে হবে, দৈনন্দিন যাপন থাকবে। কাজেই মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করা উচিত। জানি পারা যায়না তবু, সুস্থ থাকতে হবে। ভালো থাকতে হবে। সেই তিনটি বাঁদরের গল্পের কথা মনে এল, চোখেও দেখোনা, কানেও শুনোনা, মুখেও বলোনা। এই রীতি মেনে নেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া ছাড়া গতি নেই। যদি আমরা না মানতে পারি যা কিছু জীবনে ঘটতে পারে। কাজেই সাবধান। পরের মাসেই দিল্লি সরকারের বোর্ড গঠন। ভারতবর্ষ নতুন উদ্যোমে পথ চলুক। আমাদের সকলের পক্ষ থেকে ভারতবাসীর কাছে শুভেচ্ছা রইলো। ভালো থাকুন সব্বাই।

পৃথিবীর অন্যতম উল্লেখযোগ্য দেশ ভারতবর্ষ। ১৯৫০ সাল থেকে ফেডারেল প্রজাতন্ত্র, গণতান্ত্রিক সংসদীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে শাসিত। ভারতের সংস্কৃতি অন্যান্য দেশের কাছে উদাহরণ হিসেবে কাজ করে। আধ্যাত্মিক শিক্ষা বিশ্ব সংস্কৃতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। বিদেশে ভারতীয় সংস্কৃতি নিয়ে রিসার্চ করছেন একাধিক গবেষক। সব থেকে বড়ো কথা ভারতবর্ষে বহু ভাষার মানুষ আছেন। বহু ধর্মের মানুষ থাকেন। কিন্তু একে ওপরের পরিপূরক হয়ে পথ চলতে পছন্দ করেন প্রতিটি ভারতবাসী। এটা ভারতীয়দের অভ্যেস বলাই যায়। কখন কখন হয়তো বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটে। কিন্তু সেটা সামগ্রিক নয়। শিল্প এবং স্থাপত্যে ভারতবর্ষ অনেক এগিয়ে। দেশের এমন অনেক স্থান আছে যা পৃথিবীর অন্য কোথাও নেই। কথায় আছে, যা নেই ভারতে, তা নেই ভূ-ভারতে। ভারতীয় ঐতিহ্যে পারিবারিক মূল্যবোধ গুরুত্বপূর্ণ। এখনো পরিবারের অভিভাবক স্থির করেন সন্তানের বিবাহ। ভালো না মন্দ সেই তর্ক থাক। ঐতিহ্য এখানে প্রধান। চর্যাপদের সময় থেকে ভারতীয় সাহিত্য আজও উল্লেখযোগ্যভাবে সমৃদ্ধ। যাইহোক, মধ্যা কথা ভালো থাকার বার্তা। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এর লেখা কয়েকটি লাইন মনে পড়ছে --" এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবেনাকো তুমি/ সকল দেশের রানী সে যে - আমার জন্মভূমি" ।

অমৃতকথা

দক্ষিণের মন্দিরে সুন্দর পাষাণময়ী কালী-প্রতিমা! মার নাম ভবতারিণী। শ্বেতকৃষ্ণমর্মর প্রস্তরাবৃত মন্দিরতল ও সোপানযুক্ত উচ্চবেদী। বেদীর উপরে রৌপ্যময় সহস্রদল পদ্ম, তাহার উপর শিব, শব হইয়া দক্ষিণদিকে মস্তক—উত্তরদিকে পা ক রিয়া পড়িয়া আছেন। শিবের প্রতিকৃতি শ্বেতপ্রস্তরনির্মিত। তাঁহার হৃদয়োপরি বারাণসী-চেলিপরিহিতা নানাভররালঙ্কাকৃতা এই সুন্দর ত্রিনয়নী শ্যামাকালীর প্রস্তরময়ী মূর্তি। শ্রীপাদপদ্মে নূপুর, গুজরিপঞ্চম, পাঁজেব, চুটকি আর জবা বিল্বপত্র। পাঁজেব পশ্চিমের মেয়েরা পরে। পরমহংসদেবের ভারী সাধ, তাই মথুরাবাবু পরাইয়াছেন। মার হাতে সোনার বাউটি, তাবিজ ইত্যাদি। অগ্রহাতে—বালা, নারিকেল-ফুল, পঁইচে, বাউটি; মধ্যহাতে—তাড়, তাবিজ ও বাজু; তাবিজের ঝাঁপা দোদুল্যমান। গলদেশে—চিক, মক্তার সাতনর মালা, সোনার বত্রিশ নর, তারাহার ও সুবর্ণনির্মিত মুণ্ডমালা; মাথায়—মুকুট; কানে—কানবালা, কানপাশ, ফুলঝুমকো, দোঁদানি ও মাছ। নাসিকায়—নৎ, নোলক দেওয়া। ত্রিনয়নীর বাম হস্তদ্বয়ে নৃমুণ্ড ও অসি, দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে বরাভয়। কটিদেশে নরকর-মালা, নিমফল ও কোমরপাটা। মন্দির মধ্যে উত্তর-পূর্ব কোণে বিচিত্র শয্যা—মা বিশ্রাম করেন। দেওয়ালের একপার্শ্বে চামর ঝুলিতেছে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ওই চামর লইয়া কতবার মাকে ব্যজন করিয়াছেন।

২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনে ভোট দানের হার বেড়েছে

হৈমন্তী রায় ঠাকুর

২০২৪ এর চলতি লোকসভা নির্বাচনে পঞ্চম দফার শেষে মোটামুটি ভোট পড়েছে ৪৬৫ মিলিয়ান এর একটু বেশি। ভোটদাতাদের সচেতন করতে বিভিন্ন উদ্যোগ এবং অভিযান চালিয়েছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি উল্লেখ করা যাক।1.টেলিকম পরিষেবা প্রধানকারী সংস্থাগুলি পুশ এস এম এস / ফ্ল্যাশ মেসেজ, হোয়াটস্যাপ এর মাধ্যমে প্রতিটি সংসদীয় কেন্দ্রের প্রত্যেক মোবাইল ব্যবহারকারির কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। 2. নির্বাচন কমিশন হাত মিলিয়েছে বিসিসিআই এর সঙ্গে। ১0 টি আইপিএল দলের ক্রিকেটার রেকর্ডে ভোটদানের আহ্বান জানাচ্ছেন সাধারণ মানুষের কাছে। 3. ফেসবুক আলার্ট ও থাকছে গণতন্ত্রের উৎসবে অংশ নিতে। 4. আই আর সি টি সি পোর্টালে এবং টিকিটে "চুনাও কা পর্ব, "দেশ কা গর্ব" লোগো ব্যবহার করা হয়েছে। 5. সমস্ত রেল স্টেশনে একাধিকবার অঞ্চলিক ভাষায় ঘোষণা সহ ১৬ হাজার পেট্রোল পাম্প এ হোডিং লাগানো হয়েছে। 6. বিমানের আসনের পকেটে রাখা হয়েছে ভোটার গাইড। 7. সমস্ত অঞ্চলিক নিউজ চ্যানেলে বার বার প্রচার করা হচ্ছে ভোটদাতাদের নানা ধরণের সচেতনতার ক্যাম্পেন।

সুতরাং ইলেকশন কমিশনের তরফ থেকে নানাবিধ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে একথা স্বীকার করতেই হয়। নির্বাচন ফলাফক যাই হোক না কেন মানুষের কাছে কমিশনের আবেদন সুষ্ঠ , স্বাভাবিক থাকা বাঞ্চনীয়। কোনও রকম অপ্রতিকর ঘটনা ভোট পরবর্তী সময়ে না ঘটে। সকলে নিজের অধিকার প্রয়োগ করুন। সামাজিক সুরক্ষা বজায় থাকুক। হিংসার রাজনীতি থেকে মুক্তি পাক ভারতবর্ষ।

সুদান এর অর্থ সংকট ও অনাহার .....

পাপিয়া রায়

নিজের দেশ ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশের দিকে তাকালে দেখা যায় বহু দেশের বহু মানুষ বস্তুচ্যুত এবং অনাহারে যাপন করছে। উত্তর আফ্রিকার সেই রকম একটি দেশ সুদান। সুদান এর বর্তমান পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত জানালেন সাংবাদিক হৈমন্তী রায় ঠাকুর।সুদান আফ্রিকার বৃহত্তম দেশ। উত্তরে মিশর, উত্তর পূর্বে লোহিত সাগর, পূর্বে ইরিত্রিয়া ও ইথপিয়া, দক্ষিনে দক্ষিণ সুদান ও পশ্চিমে চাদ এবং উত্তর পশ্চিমে লিবিয়া। এইভাবে ভৌগোলিক অবস্থানে সুদান দেশ।

সংঘাত, দুর্নীতি, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উদাসীনতা, প্রতারণার শিকার সেখানকার মানুষ। সুদান জুড়ে অনাহার ছড়িয়ে পড়ার কারণ বিগত বছরের এপ্রিলে সুদানের সেনাবাহিনী এবং আধাসেনাবাহিনী র‍্যাপিড সাপোর্ট ফর্সেসের মধ্যে যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল তা থামার সম্ভবনা কম। গভীরতাম খাদ্য সংকট এবং নানা ধরণের রোগের পাদুর্ভাবে মানুষের মৃত্যুর ঢল নেমেছে। রাস্তার ময়লা কুড়িয়ে খাচ্ছে সেখানকার মানুষ। অপুষ্টির কারণে শিশুমৃত্যু ক্রমশ বাড়ছে। পরিস্থিতির অবনতি অব্যাহত। আমাদের দেশে আমরা রাজনৈতিক তরজায় ব্যস্ত। আখেরে কে কত বেশি লাভবান হবে সেই অংকে মত্ত। পাশ ফিরে তাকাবার সময় কোথায় রাজনৈতিক মহলে!

২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের চিত্র এক নজরে

মহিলা ভোটকর্মীদের ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের ব্যস্ততা, দার্জিলিং-এ।

উত্তরবঙ্গে প্রবীণ নাগরিককে ভোট দানে সহায়তায় কেন্দ্রীয় বাহিনী।

মালদা উত্তরে মহিলা ভোটারদের লম্বা লাইন।

জঙ্গীপুর লোকসভা আসনে প্রবীণ ভোটদাতাকে ভোটকর্মীর সহায়তা।

ই ভি এম ও ভি ভি প্যাট সহ দুর্গাপুর কেন্দ্রের ভোটকর্মীরা।

মালদা উত্তর লোকসভা আসনে নিরাপত্তা কর্মীর ভোটদাতাদের পরিচয়পত্র পরীক্ষা করে দেখছেন।

বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রে বিশেষভাবে সক্ষম ভোটারকে সহযোগিতায় ভোট কর্মীরা।

বোলপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ১০২ বছরের ভোটদাতা।

তিনের পাতার সমস্থ স্থিরচিত্র, সৌজন্য ঃ পি আই বি, কোলকাতা